১২/৩/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

### রাঙ্গুনিয়ায় কিন্ডার গার্টেন

# কর্মরত শিক্ষিত মহিলারা অল্প বেতনে চাকরি করে দিনাতিপাত করছেন

রাঙ্গুনিয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রায় শতাধিক মহিলা শিক্ষক খুব অল্প বেতনে চাকরি করে কোনো রকমে দিনাতিপাত করছেন। দেশের সরকারি, বেসরকারি, এনজিও সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের অপূর্ণতার কারণে গ্রামের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিত মেয়েরা বেকারত্ব ঘুচানোর জন্য এ পেশাকেই বেছে নিয়েছেন। এ পেশায় জড়িয়ে পড়ার পর এসব স্কুল থেকে যে বেতন মহিলা শিক্ষকরা পান তা থেকে সংসারে খরচ দেওয়াতো দূরে থাক নিজের জন্যও খরচ করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে এ পেশায় জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষিকারা। এর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে এবং রাঙ্গুনিয়ায় বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন স্কুল পরিদর্শন করে জানা গেছে, গত '৯৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত উপজেলার প্রায় ১১টি কিন্ডার গার্টের স্কুল শহরের 'কিন্ডার গার্টেনের' সঙ্গে পাল্লা গিয়ে এলাকাগুলোর প্রভাবশালী শিক্ষিত ও সমাজসেবা কাজে জড়িত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কিন্ডার গার্টের স্কুলে পড়ানোর জন্য এগিয়ে আসেন। এসব স্কুলে পড়াশোনাও তেমন মন্দ নয়। এলাকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেসব সরকারি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে সেসব স্কুলে ভালো মতো শিক্ষাদান করতে শিক্ষকরা আশানুরূপ ফল দিতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেছেন অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই। যার ফলে গ্রামের 'টাকার দাপটশালী' ব্যক্তিরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে শিক্ষার আলো দেখাতে স্বপ্নে বিভোড় হয়ে পড়েছেন। জানা গেছে, এসব কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে গেলে জনপ্রতি যাবতীয় খরচ বাবদ প্রায় ৫ হাজার টাকা লাগে। প্রতিমাসে প্রায় ৩ হাজার টাকা জনপ্রতি খরচ হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এতো টাকা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে নেওয়ার পরও এমএ পাস শিক্ষিত মহিলাদের পিছনে যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের এতো অল্প বেতন দেয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাঙ্গুনিয়ার একটি কিন্ডার গার্টেনের জৈনিকা মহিলা শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ভোরের কাগজকে জানান, সে গত ২ বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করার পর সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় একটি চাকরি হন্যে হয়ে খুঁজেছে, কিন্তু শেষমেষ চাকরি না পেয়ে এলাকার একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে মাত্র ৩০০ টাকায় চাকরি পেয়েছেন। অবিবাহিত এই মহিলা শিক্ষক রাগে-ক্ষোভে আরো বলেন, তার মা-বাবা অনেক কষ্টের বিনিময়ে গ্রাম্য ফতোয়াজদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় পাস করার পরও তার কোনো গতি হলো না। সংসারে তার কোনো বড়ো ভাই না থাকায় তাকে সংসারের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তবে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন হয়তোবা একদিন এ স্কুল থেকে অন্যখানে চাকরির সন্ধান মিলবে। তিনি আরো জানান, এ স্কুলের থেকে তার ঘর প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে। স্কুলে আসা-যাওয়া করতে বহুমুখী সমস্যায়ও ভুগতে হয় তাকে। তিনি মোটামুটি বুঝাতে চান তার মতো আরো যারা এ পেশায় আছেন তারা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে অভাবের তাড়নায় শিক্ষিকা নামের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে অবিরামভাবে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সেবাদান করে যাচ্ছেন।

রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে সুনামখ্যাত চন্দ্রঘোনা লিচুবাগানস্থ রাইজিং সান কেজি স্কুলের পরিচালক আমজাদ হোসেনের মুখোমুখি হলে তিনি আবার এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।